International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-III, May 2021, Page No. 50-68
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i3.2021.50-68

বিবেকানন্দ দুহিতা নিবেদিতা

Dr Sudhish Chandra Bandyopadhya
Retd. Dy Director of a CSIR Resesarch Institute at Dhanbad, CMFRI

Abstract

The immense contribution of Sister Nivedita to Indian society- particularly in the spread of female education and in India's freedom movement, besides her dedication for service and human approach – have been highlighted in the present write up.

She is known to us as the spiritual daughter of Swami Vivekananda, who initiated her to Naisthik Brahmachari (absolute celibacy for life with rigorous discipline and austere life, giving the dignity of a nun.), giving her a new name Nivedita (meaning fully dedicated for a noble cause) from her original English name, Elizabeth Margaret Noble. Swamiji considered Nivedita was also inspired like him, and she has the power of a world mover.

In this write up have been highlighted five aspects of Nivedita's life and thoughts. They are:
i) Herself identifying with the soul of India (Bharatatma Nivedita);
ii) As mother of the people of India (Lokmata Nivedita);
iii) Her concept on Kali, the Mother (Kalichetanaya Nivedita);
iv)Affectionately accepted as the innocent kid by Sri Ma Sarada Devi, the mentor of Ramakrishna Math and Mission (Sri Ma Sarada Devir Khuki Nivedita). Nivedita felt proud to be considered such little kid by Sri Ma Sarada Devi, whom she considered Goddess Herself.
v) The spiritual daughter of Swami Vivekananda (Narener meye Nivedita)

Swami Vivekananda wanted to awaken the innate divinity already in man. His spiritual daughter Nivedita's efforts were to awaken divinity and nobility of India. But the greatness of these two noble souls remain beyond our comprehension.

Key wordsL: Bharatatma, lokamata, kalichetana, sarada devi, narener meye, gopaler ma, ramakrishna sangha. Nivedita, Vivekananda.

প্রস্তাবনা: মায়ের বাড়ীর পথে বাগবাজারের রাস্তায় গোপালের মা, নিবেদিতাকে স্বামী সদানন্দের সঙ্গে দেখতে পেয়ে শুধোলেন ''ও গুপ্ত (স্বামী সদানন্দের প্রাক স'ন্ন্যাস নাম- শ'রত চন্দ্র গুপ্ত), এটি কে রে ? এ

কি নরেনের মেয়ে ? (স্বামী বিবেকান'ন্দের প্রাক স'ন্ন্যাস নাম) যে তার স্ঙ্গে এসেছে ? অনুমান সত্য জেনে তিনি আদ্‌র ক'রে তাঁর নতুন পাওয়া ইংরেজ নাতনি নিবেদিতার চিবুক স্পর্শ করে এক প্রস্থ আদর ক'রে নিলেন । দুজনের কেউ কারো ভাষা বোঝেন না ; কাজেই পরম আপনার জেনে নিবেদিতার ডান হাত'টি ধ্'রে এগিয়ে চললেন । [১] প্রাচ্যের সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিকতা যেন এগিয়ে এসে হাত ধরলো কর্মকুশল অধ্যত্ম-চিকীর্ষূ নবীন প্রতীচ্যের ।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যত্'মা সাধিকা, গোপাল আরাধনার তপস্যার ফলশ্রুতি –স্বরূপ, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই তাঁর ইষ্টদেবতা গোপালের সাক্ষাৎ' ও লীলা প্রত্যক্ষ করায়, কামারহাটির অঘোরমণি দেবী 'গোপালের মা' নামেই ভক্ত মন্ডলীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন ।তাঁর আধ্যাত্মিকতার কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী পাশ্চাত্য শিষ্যদের পরম আবেগ নিয়ে বলেছিলেন , ''আহা তোমরা প্রাচীন ভারতের মহান আদর্শকে দেখে এসেছো। উপাসনা অশ্রু -বর্ষণ, উপবাস ও জাগরণ, ব্রহ্মচর্য ও তপশ্চর্যা-ময় ভারত বিদায় নিচ্ছে –আর সে ফিরবে না[১]।

প্রসঙ্গতঃ ব্'লা যেতে পারে, স্বামীজীর শিষ্যা ও মানস -কন্যা এলিজাবেথ মার্গারেট নোব্‌ল্ , যাঁকে তিনি ১৯৯৮ স্'নের মার্চমাসে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচ'র্য -ব্রতে দীক্ষিত ক'রে নিবেদিতা নামকরণে ভূষিত ক'রে তাঁকে এক নবজীবন দিয়ে ছিলেন[২] , তিনিও কিন্তু স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছিলেন ; প্রায় গোপালের মার মতোই উপাসনা ও উপবাস, ব্রহ্মচর্য ও তপশ্চর্যা-ময় এক কঠোর জীবন চ'র্যা । এই প্'রম বিদূষী তিক্ষ্ণধী নিবেদিতা, আধ্যাত্মিক্'তার নিরিখে যেন এক sophisticated 'গোপালের মা'। তবে 'গোপালের মা'র মতো গোপাল -তন্ময়তা না হয়ে, নিবেদিতার ধ্যানে -জ্ঞানে এক'মাত্র ছিল ভারতবর্ষ , ভারতের উন্নতিতে নিবেদিত প্রাণ। এই হিসেবে গোপালের মার আদলে তাঁকে ভারতাত্মা নিবেদিতা ব্'লা যেতে পারে ।

ভা'রতের স্বাধীন্'তা সংগ্রামে, স্বদেশী আন্দোলনে , নিবেদিতার অবদান সর্বজন-বিদিত ।তাঁর ভারতের প্রতি অকপট ভালবাসা দর্শনে মুগ্ধ ও বিস্মিত প্রখ্যাত অধ্যাপক বিনয় সরকার লিখছেন , ''নিবেদিতা তুখোর মেয়ে , মগজটা ছিল ভারী ধারালো । পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতা , ভাবনিষ্ঠা , রোমান্টিকতা ইত্যাদি রসে তাঁর চিন্তাভান্ডার ছিল ভরপুর ।সেই চিত্ত আর ব্যক্তিত্ব তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ –বিবেকানন্দ মারফৎ ভারত , ভারতীয় জনসাধারণ আর ভারতীয় সংস্কৃতির পায়ে । ভারতীয় ন'রনারীর অতীত ব্যাখ্যা করা, বর্ত্তমান বিশ্লেষ্'ণ করা আর ভিবিষ্যৎ বাৎলানো তাঁর পক্ষে মুড়িমুড়কি খাওয়ার মত সোজা কাজ। ঠিক যেন আদর্শ্-নিষ্ট ও ভাবুক ভারতীয় স্বদেশ সেবকের দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে নিবেদিতা স্'মগ্র ভারতের বিকাশধারা দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন – কোন বিদেশী প্'ন্ডিত ভারতীয় ন'রনারীর জীবন কথা এত গভীরভাবে বুঝতে পারে তা কল্পনা করা অসম্ভব । নিবেদিতার সঙ্গে কথা বার্তায় তাঁর এই বিশ্লেষ্'ণ শক্তি ও অন্তদৃষ্টি সহজেই ধরা প'রত । এই সবের ভেত্'রকার ভারতীয় দ'রদটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ''[৩]।

নিবেদিতার মানবিক'তা- বোধের এক বিশ্ব-জনীন মাতৃত্ব –রূপ বোঝাতে গিয়ে প্রখ্যাত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর সাক্ষ্য দিচ্ছেন ক'লকাতায় প্লেগ আক্রমণের সময় এক বাগ্‌দী বস্তিতে রুগী দেখতে দেখেন অস্বাস্থ্যক'র আদ্র –জীর্ণ কুটিরে নিবেদিতা ভয়ানক ছোঁয়াচে এক প্লেগ রোগ-গ্রস্ত শিশুকে কোলে ক'রে বসে আছেন- রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও নিবেদিতা শিশুটির শুশ্রুষার বিন্দুমাত্র শৈথিল্য রাখছেন না । - - - মৃত্যু স্'ময়ে শিশুটি নিবেদিতাকেই 'মা মনে ক'রে জড়িয়ে ধরে 'মা 'মা বলে ডাকছিল । [৪] – এই লোকমাতা রূপ'ই ভগিনী নিবেদিতার আসল রূপ ।

নিবেদিতার এই সর্বগ্রাহী মাতৃত্ব রূপের আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে । তাঁর বাড়ীর অপ'রদিকে এক্'টি ছোট মাটির বাড়ী ছিল । এক্'রাত্রে তিনি যখন খেতে বসেছেন, তখন হঠাৎ সেই মাটির কুড়েঘ্'র থেকে কান্নার রোল শুনে তিনি তৎক্ষনাৎ ছুটে গেলেন । তাঁর চোখের সাম্'নেই এক্'টি ছোট্ট মেয়ে মারা গেল । নিবেদিতা যেন পরমাত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথা অনুভব করলেন । কোনো ক'থা না ব'লে, সদ্য স্'ন্তানহারা শোকাতুরা জন'নীর মাথাটি নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে তিনি নীরবে বসে র'ইলেন । ব'হুক্ষ্'ণ কান্নার প্'র অবস'ন্ন হয়ে মেয়েটির মা এক্'টু শান্ত হলো ; তারপ্'র হঠাৎ বলে উঠলো, 'আমার মেয়ে কোথায় গেল ?' মুখে আঙ্গুল দিয়ে নিবেদিতা বল'লেন , ''চুপ, তোমার মেয়ে এখন কালীর কাছে ।'' ওদের ব্যাথায় ব্যাথী নিবেদিতা অনুভব করলেন তিনি ওদেরই একজন, পরম নিকট জন, কোন ব্যবধান নেই ।[৫]

প্রসঙ্গতঃ নিবেদিতার এই কালী-ভাবনা, যা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরুর থেকে, সেটি নিবেদিতার আধ্যাত্মিকতার আর একটি বিশেষ দিক, যা বিশদ আলোচনা সাপেক্ষ ।

স্বামীজীর মানস -কন্যা নিবেদিতা প্রায় তাঁর গুরুর মতোই ছিলেন বহুমুখি প্রতিভা ও এক চোখ -ধাঁধানো ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী । স্বামীজীর মণীষায় আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার তাবড় তাবড় জ্ঞানীগুণীরা ভারতকে যে শুধু চিনতে পেরেছিল তাই নয় ,ভারতের আধ্যাত্মিকতার প্রজ্ঞার আলোকে জগৎকে চ'মকে দিয়ে ভারতকে জগতের গুরুর আস'নে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন স্বামীজী । আর নিবেদিতা তৎকালীন ভারতের বিশিষ্ট চিন্তানায়কদের প'রিচালিত ক'রেছিলেন, ভারতের গৌরব প্রতিষ্টা ক্'রে ভারতকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত করায় সাহায্য করতে । শিল্প , সাহিত্য , ইতিহাস বা বিজ্ঞান –এই সবগুলি শাখাতেই নিবেদিতার প্রসারিত ক্'ল্যান হস্ত ভারতের তৎকালীন চিন্তানায়কদের শুধু মাত্র সাহায্য ক'রাতেই সীমাব'দ্ধ থাকে নি, তাঁদের তিনি সময় বিশেষে পরিচালিতও করেছিলেন কেব'লমাত্র ভারতের ক'ল্যাণ চিন্তায় ।

স্বামী সদান'ন্দের কাছে বাঙলা শিখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি গল্পগুছের ক্'য়েক'টি কাহিনী- কাবুলিওয়াদলা , দেনা পাওনা ও ছুটির ইংরেজী অনুবাদ করে পশ্চিমী দুনিয়ার সাথে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি ক'রালেন, তাঁর নোব্ল্ পুরস্কার পাবার অনেক আগে [৬] । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ''তাঁর (নিবেদিতার) সাথে মতভেদ সত্ত্বেও তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারও নিক'ট পাইয়াছি ব'লিয়া ম্'নে হ্'য় না; তাঁহার চরিত্র স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব ক'রিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি [৬] ।

শিল্পী নন্দলাল বসুকে উদ্‌বুদ্ধ ক'রছেন অজন্তার শিল্পকর্ম দেখে ভারতীয় শিল্পের মর্ম কথা অনুধাবন ক'রে আসতে । ন'ন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি প্রখ্যাত শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মের উৎকর্ষে নিবেদিতার অবদানের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন [৭, ৮] ।

নিজের চেয়ে বয়সে অনেক বড়, বিজ্ঞানী জগদীশ চ'ন্দ্র বসুকে নিবেদিতা সন্তান স্নেহে , Bairen অর্থাৎ খোকা বলে স'ম্বোধ্'ন করতেন এবং তাঁর স্ত্রী লেডী অবলা বসুকে Bo, অর্থাৎ বৌমা বলে সম্বোধ্'ন ক'রতেন । তাঁরাও নিবেদিতাকে মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করতেন , নিবেদিতা শেষ সময় তাঁরই দার্জিলিঙে নিজেদের বাড়িতে রেখে তাঁর অক্লান্ত সেবা করেছিলেন । উদ্ভিদ্ জীবন সম্মন্ধে ন্'তুন ব'ই লেখায় নিবেদিতা জগদীশ চন্দ্রকে সাহায্য করতেন এবং এতে জগদীশ চন্দ্র প্রতিদিন ঘ্'ন্টার পর ঘ্'ন্টা নিবেদিতার স্কুলে থাকতেন , অপরদিকে জগদীশ চ'ন্দ্রের স্ত্রী ও ভ'গিনী ও নিবেদিতার স্কুলের কাজে সাহায্য করতেন [৯] ।

শুধু কি তাই ! তৎকালীন বিখ্যাত প্ত্রিকা মডার্ণ রিভিউ এর অন্যত্'ম সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিবেদিতার গভীর আধ্যাত্মিক্'তা, আশ্চর্য চারিত্রিক শক্তি , ভ্'রত প্রীতি ও ভারতের জন্য উৎসর্গীকৃত জীবন ,ম'ণিষা , পান্ডিত্য ও শিপ জ্ঞানের জন্য তাঁর একজন গুনমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন [১০]। নিবেদিতার গুনমুগ্ধ বিশিষ্ট ইউরোপীয় ভক্তদের মধ্যে ছিল – পরাধীন ভারতের দোর্দন্ড প্রতাপ বড়লাটের স্ত্রী লেডী মিন্টো , বৃটিশ পার্লামেন্টের লেবার লিডার (প্'রে প্রধান ম্'ন্ত্রী) রাম্সে ম্যাকডোনাল্ড[১১] , স্টেট্স্ম্যানের স'ম্পাদক র‍্যাট্ক্লিফ [১২,] ইত্যাদি । এঁরা স বাই নিবেদিতার বাগবাজারের এঁদো গ্'লিতে ব'হুবার এসেছেন নিবেদিতার প্রতি তাঁদের অন্ত'রের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে। এ ছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতারা, অরবিন্দ প্রভৃতি তো ছিলেনই ।

এহেন তেজস্বিনী প'রমত গ্রহ্'নে অনিচ্ছুক, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নিবেদিতা শ্রীমা সারদা দেবীর কাছে যেন এক্'টি মুগ্ধ বালিকা মাত্র [১৩]। শ্রীমা সারদা দেবীর কাছে নিবেদিতা যেন এক্'টি পাঁচ বছড়ের শিশুমাত্র । শ্রীমাও নিবেদিতাকে সেইভাবেই দেখতেন ও আদ্'র ক'রে 'খুকি' ব্'লে স'ম্বোধ্'ন ক'রতেন । শ্রীমাকে দেখে নিবেদিতা এতোই মুগ্ধ হয়েছিলেন, যে তিনি ব্'ল'তেন , '' শ্রীমা সারদা দেবীই যেন ভারতীয় নারীর আদ'র্শ স'ম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বানী । '' আরও ব'লতেন , ''তিনি কি এক্'টি পুরাত্'ন আদ'র্শের শেষ প্রতিনিধি অথবা কোন নুত্'ন আদর্শের অগ্রদূত ? তাঁহার স্'মগ্র জীবন যেন এক নীরব প্রার্থনার মতো[১৩] ।

প্রস্তাবনায় এইসব আলোচনার প্রেক্ষিতে নিবেদিতা চ্'রিত্রের যে ক্'য়েক'টি দিক নিয়ে এই নিবন্ধে আলোকপাত ক্'রা হ্'য়েছে, তা হ'লো, যথা –

১।ভারতাত্মা নিবেদিতা– ভারতের স্বাধীন্'তা সংগ্রামে ও ভারতের কল্যানে উৎসর্গীকৃত নিবেদিতা ।

২। লোকমাতা নিবেদিতা – তীব্র মানবিক্'তা বোধে ত্যাগ ও সেবাব্রতী নিবেদিতা ।

৩। কালী চেতনায় নিবেদিতা – কালী ভাবনাতে নিবেদিতার স্বকীয়তা ।

৪। শ্রীমা সকাশে নিবেদিতা – শ্রীমা সারদা দেবীর খুকি নিবেদিতা ।

৫। বিবেকানন্দের মানস কন্যা নিবেদিতা- নরেনের মেয়ে নিবেদিতা ।

ভারতাত্মা নিবেদিতা: মার্গারেটের (নিবেদিতার পূর্বাশ্রমের নাম) বাবা স্যামুয়েলের এক ভারত প্রত্যাগত ধ'র্মযাজক বন্ধু সেই ছোট্ট বেলাতেই মার্গারেটের ধ'র্মের প্রতি আন্ত'রিক অনুরাগ দেখে, আর তার বুদ্ধিদীপ্ত মুখম্'ন্ডল দেখে ভবিষ্যৎ বাণী ক'রে ছিলেন ভারতব'র্ষ একদিন তার নিজ প্রয়োজনেই ওকে ডাক দেবে [১৪]। প্রত্যাশিত সেই ডাক এসেছিল অপ্রত্যাশিত ভাবে হিন্দু স'ন্ন্যাসী স্বামী বিবেকান'ন্দের আহ্বান্'রূপে । তখন স্বমহিমাতেই সুধীমহ্'লে চিন্তানায়ক হিসাবে সুপ্রতিষ্টিত –তাঁর গভীর ম'ন'নশীল প্রবন্ধাদি, বাগ্মীতা, অসামান্য ব্যক্তিত্ত্ব ও বিশেষতঃ লন্ডনের বিদগ্ধ বিদ্বজন্'দের স্'মিতি সেসেমি ক্লাবের সেক্রেটারী হিসেবে ; যেখানে শিল্প , সাহিত্য, নারীজাতীর বিভিন্ন স্'মস্যা ও রাজনীতি নিয়ে তীব্র সব আলোচনা চলতো । এম'ন কি বার্নার্ড শ, হাক্সলী প্রভৃতি নামজাদা লেখক ও বৈজ্ঞানিকের নিক'টও মার্গারেট সুপ্'রিচিত ছিলেন, শিক্ষা স'ম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতাপূর্ণ বক্তৃতাদি ও বিভিন্ন প্ত্র প্ত্রিকায় প্রকাশিত রচনাদির জন্য [১৫]।

সেসেমি ক্লাবেরই এক ঘরোয়া প্'রিবেশের বেদান্ত আলোচনা ও প্রশ্নত্ত'রাদির ক্লাসে মার্গারেটকে দেখে স্বামিজী অনুভব ক'রলেন যে তাঁর এই অনুস'ন্ধিৎসু বিদূষী ছাত্রীটির মধ্যেই রয়েছে ভারতের নারী জাতির উন্নতি বিধানের সুপ্ত স'ম্ভাবনা । তিনি অন্তদৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন অন্য সবার থেকে আলাদা এই ত'রুণীর মধ্যে র্'য়েছে মহান আদ'র্শের বেদীমূলে নিজেকে নিঃশেষে উৎস'র্গ ক্'রে দেবার এক দুর্নিবার আকাঙ্খা, যার সাদৃশ্য পাওয়া যায় স্বামিজীর নিজের জীবনের সাথেই । স্বামিজীর সবকথা নির্বিচারে গ্রহ্'ণ

ক্'রার একান্ত বিরোধী এই ত'রুণীকে প্রোৎসাহ দিয়ে স্বামিজী ব'লেছিলেন , আমি আমার গুরুদেবের সঙ্গে দীর্ঘ ছ বছ্'র ধ'রে লড়াই ক্'রেছি , কাজেই এ পথের (ধর্ম -সাধনের) সব খুঁটি নাটি আমার নখ-দর্পণে [১৬]।

পরে স্বামিজী মার্গারেটকে লেখেন, তাঁর আদর্শকে সংক্ষেপে এই ব্'লা যায় যে , - ''মানুষের কাছে তার অন্ত'র্নিহিত দেবত্বের বাণি প্রচার ক'রতে হবে এবং সবকাজে সেই দেবত্ব বিকাশের প্'ন্থা নির্ধারণ ক'রে দিতে হবে [১৭]। '' তিনি যেন নিবেদিতাকে আহ্বান ক্'রে লেখেন, ''যারা জগতে সবচেয়ে সাহসী ও ব্'রেণ্য, তাঁদের চিরদিন 'ব'হুজন হিতায় ব'হুজন সুখায়' আত্ম বিস'র্জন ক'রতে হবে । ----হে মহাপ্রাণ ওঠো জাগো! জগৎ পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে - তোমার কি নিদ্রা সাজে [১৭]?'' মানুষের অন্ত'র্নিহিত দেবত্বের নামে , পৃথিবীর সব ন'রনারীর ক্'ল্যান কাম্'নায় স্বামিজীর এই বজ্র নির্ঘোষ আহ্বানে আদ'র্শবাদী মার্গারেট সারা না দিয়ে পারেন নি [১৮] । লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত ন্'রনারীর দুঃখ বেদনায় অধীর স্বামিজীর ম'র্মস্প'র্শী আবেদন কোন ভারতীয় নারীকে নয়, বিদেশিনী মার্গারেটকে স'র্বস্ব ত্যাগে উদ্বু দ্ধ ক্'রেছিল [১৯]।

প্রত্যুত্তরে স্বামিজী নিবেদিতাকে লেখেন , ''আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে । ভারতের জন্য , বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর - একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন । ভারতব'র্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান ক'রতে পারছে না , তাই অন্য জাতি থেকে ধার করতে হবে ।তোমার শিক্ষা , তোমার পবিত্রতা ঐকান্তিক'তা, অসীম ভালবাসা , দৃঢ়তা -এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী , যাঁকে আজ প্রয়োজন [২০]। ''

স্বামীজীর আমেরিকান গুন্'মুগ্ধ আমেরিকান ভক্তেরা (মিস ম্যাক'লাউড প্রভৃতি) কি ভাবে স্বামিজীর কাজে স'হায়তা ক'রতে পারেন জানতে চাইলে স্বামিজী তাদের বলেন, ''ভারতকে ভাল বেসে'' । নিবেদিতার বেলায় কিন্তু স্বামিজীকে ব'লে দিতে হয় নি । স্বামিজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় নিবেদিতা ভারতকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেলেছিলেন ; যদিও তৎকালীন ভারতের যে সব খামতিটুকু ছিল তা আগেভাগেই জানিয়ে স্বামিজী নিবেদিতাকে লিখেছিলেন, ''এ দেশের দুঃখ , কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কি ধ্'রণের তা তুমি ধারণা ক'রতে পারো না । -- - তাদের জাতি ও স্প'র্শ স'ম্বধে বিক'ট ধারণা - তারা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে এবং তারাও এদের খুব ঘৃণা ক্'রে । -- - এ সব সত্ত্বেও যদি তুমি ক'র্মে (ভারতের জন্য ক'র্মে) প্রবৃত্ত হতে সাহস ক'র, তবে অবশ্য তোমাকে শ্'তবার স্বাগত জানাচ্ছি [২০]''। কিন্তু সবকিছু জেনে শুনেও , নিবেদিতা ভারতের দোষগুণ স'হ গোটা ভারতকেই ভাল্'বেসে ভারতের জন্য প্রাণপাত করেছিলেন ।

প্রসঙ্গতঃ স্বামিজীর জীবনে দুটি মুখ্য সঙ্কল্প ছিল -এক'টি রামকৃষ্ণসঙ্ঘের জন্য মঠস্থাপ্'ন ,এবং অপ্'রটি নাড়ীগ্রের জন্য অনুরূপ কিছু স'ম্ভব না হ'লেও অন্ততঃ এক'টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন [২১]। ; প্রথমটির জন্য, মঠস্থাপ্'নের (১লা মে, ১৮৯৭) অনেক আগে থেকেই স্বামিজী তাঁর শিষ্য ও গুরুভাইদের সাথে নানারক্'ম খুঁটিনাটি ব্যাপারেও পত্রপত্রাদিতে বা সাক্ষাতে নানান্ নির্দেশ ও আলোচনাদিতে নিজ মতামত ব্যক্ত ক্'রেছেন । কিন্তু নিবেদিতাকে তাঁর বিদ্যালয় স্থাপ্'নে নানা ভাবে সাহায্য ও উৎসাহিত ক্'রলেও , নিবেদিতার উপর সবটা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকে গেছেন । যথা স্বামিজীর প্রশ্নোত্তরে নিবেদিতা তাঁর স্কুল স'ম্বন্ধে যা ভেবেছেন সেটা বলে স্বামিজীকে ব'ল্'লেন, ''আমার ইছা আপনি সমস্ত বিষয়টি চিন্তা ক'রে স'মালোচনা ক্'রুন । '' কিন্তু স্বামিজী তাতে রাজী না হয়ে ব'ল'লেন , ''তুমি আমাকে সমালোচনা ক'রতে ব'লছো ,কিন্তু তা কিছুতেই স'ম্ভব ন্য় । কারণ আমার ধারণা তুমিও আমার মতো ঐশী -শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত

– আর তোমার পর তোমার মেয়েরা এবং তাদের মেয়েরাও সেইরকম হবে । সুতরাং তুমি যা সবচেয়ে ভাল বিবেচনা করেছ , সে কাজেই আমি তোমায় সাহায্য করবো [২২]।''

অবশেষে নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে নারীদের উন্নতি বিধানের জন্য , বাগবাজার পল্লীর কয়েকটি ছোট ছোট মেয়েকে নিয়ে নিবেদিতার বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হওয়ায় স্বামিজীর এক'টি বড় স্বপ্নপূরণ হ'লো । ১৮৯৮ সালে কালীপূজার দিন ১৬ নং বোস্'পারা লেনে শ্রীমা সারদা দেবী স্ব'য়ং এসে বিদ্যাল্'য়ের প্রতিষ্ঠাকার্য সুস'ম্পন্ন ক্'রেন । ভাবী ছাত্রীগণের উদ্দেশ্যে আশীর্ব্বাণি ক'রলেন, ''আমি প্রার্থনা ক'রছি যেন এই বিদ্যাল্'য়ের উপ্'র জগ'ন্মাতার আশীর্ব্বাদ্ বর্ষিত হয় , এবং এখানকার মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হ'য়ে উঠে [২৩]।''

কিন্তু নিবেদিতার ভারত সাধ'না শুধুমাত্র বিদ্যালয় প'রিচালনাতেই সীমাব্'দ্ধ থাকে নি । ভারতের স্বাধীন্'তা সংগ্রামে তাঁর এক বিশেষ ভূমিকা ছিল । যে নিবেদিতা ইংলন্ডে থাকতে লিখেছিলেন 'ভারত ও ইংলন্ডের মধ্যে ;প্রীতির স'ম্প'র্ক স্থাপ'ন আমার চিরদিনের স্বপ্ন [২৪] ; ভারতে আসার কিছুকাল প'রেই স্বজাতীর নীচতায় ক্ষুব্ধ হ'য়ে তিনিই এক বন্ধুকে লেখেন, 'জাতি বিদ্বেষ ব'লতে কি বোঝায় , ইংলন্ডে বসে তুমি ক্'ল্পনাও ক'রতে পারবে না –এ দেশের লোকের প্রতি ইংরেজের আচরণ দেখলে তুমি লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠবে[২৫] ।' স্বামিজীর মতো ক'রেই নিবেদিতাও উপ'ল্'ব্ধি ক্'রেছিলেন , ভারতের নানা স্থানে উপ'র্যূপরি দুর্ভিক্ষের ক'রাল ছায়ার এক'মাত্র কারণ ইংরেজের ভারতের স'ম্পদ শোষণ , আর ওদিকে তারই ফ'লশ্রুতি স্বরূপ সেই ধ'নে ইংলন্ডের ফুলে ফেঁপে ওঠা , দাদাভাই নৌরজী যেটাকে ড্রেইন থিওরী আখ্যা দিয়েছিলেন [২৬, ২৭]। এ অপশাসনের বিরুদ্ধে নিবেদিতা গ'র্জে উঠে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ।

যে দেশকে (ভারতকে) তিনি স্বামিজীর শিষ্যত্ব'রণ ক'রে স্বদেশ্'রূপে গ্রহ্'ণ ক'রেছিলেন, তার উপ্'র বিদেশীর (ইংরেজের) আধিপ্'ত্য তিনি মেনে নিতে পারেন নি [২৮]। স্বামিজীর মতো ক'রে তিনিও ম'র্মে ম'র্মে উপ'ল'ব্ধি ক'রে বুঝেছিলেন যে , এই প'রাধীন্'তাই হ'লো সব'রক্'ম দৈহিক , মান'সিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প'রিপ'ন্থী । এবং এই অপশাস্'ন থেকে মুক্তিলাভের সব রক্'ম আন্দোল'নের সাথেই নিবেদিতা অত্যন্ত স্'ক্রিয় ভাবেই যুক্ত হ'য়ে প'রেছিলেন । এইস্'ম'য় ম্যাক্,লাউড্কে তিনি লেখেন , ''হিন্দুধ'র্মই সবচেয়ে বেশী ক'রে আমার ধ'র্ম, কিন্তু সেইস'ঙ্গে রাজনৈতিক প্র'য়োজন'টা এত স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছি । ---এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে ভারত এবং ভারতীয়দের জন্য আমার কিছু ক'রবার আছে । কেম্'ন ক'রে সেটা স'ম্পন্ন হবে সে ভার মায়ের (মহামায়) উপ'র,আমার উপ'র নয়[২৯] ।''

নিবেদিতার এই স'ময়ের মান'সিক অবস্থা আঁচ ক'রা যায় বিশ্বকবি- পুত্র রথীন ঠাকুরের এক স্মৃতিচারণে। তিনি লিখছেন, গ'য়া স্টেশ'নে স'প্'ত্নিক জগদীশ'চন্দ্র এক প্রথম শ্রেণীর কাম'রায় উঠতে গিয়ে ওখানে বসে থাকা শ্বেতাঙ্গ যাত্রীর কাছে বাধা পেয়ে স্টেশ'ন মাস্টারের কাছে আবেদন ক'রেও বিফল ম'নোরথ হয়ে ফিরে এসে দেখেন, নিবেদিতার ধ্বক খেয়ে সাহেব'রা বাধ্য হচ্ছেন কামরা খুলে ওদের বসবার জায়গা ক'রে দিতে । রথীন'ন্দ্রনাথ লিখছেন, ''ট্রেন চলে যাবার প'র দেখলাম নিবেদিতার প্রজ্বলিত মূর্তি, -সেই মুহূর্ত্তেই ইংরেজকে ভারত থেকে বিতাড়িত ক'রলে তবে যেন স্বস্তি পান[৩০] । এ হেন নিবেদিতা যে ভারতের সাধীন'তা আন্দোলনের সব'রক'মের সংগ'ঠনের সাথে স'রাস'রি যুক্ত হ'য়ে প'রবেন , তা আর বিচিত্র কি!

ভারতের স্বাধীন'তা সংগ্রামের ক'ম'ন প্ল্যাটফর্ম জাতীয় কংগ্রেস তখন, সবেমাত্র আবেদন-নিবেদনের আড়মোড়া ভেঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছে , লাল-বাল-পাল, অর্থাৎ লালা লাজপ'ত রায়,বাল'গঙ্গাধ'র তিল'ক ও বিপীন চন্দ্র পালের নেতৃত্ব[৩১] ।*

*এরা সবাই আবার স্বামিজীর দ্বারা অনুপ্রাণিত ।এর মধ্যে তিল'ক , যিনি স্বামিজীর প'রিব্রাজক কাল থেকেই তাঁর গুন'মুগ্ধ , তিনি তখন ব'লতে শুরু ক'রেছেন, ''স্বরাজে (স্বাধীন'তায়) আমাদের জন্মগত অধিকার

এই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে নিবেদিতা তাকে অনেক উঁচুগ্রামে নিয়ে তোলেন[৩২] । স্বদেশী আন্দোলন -অর্থাৎ বিদেশী দ্রব্য ব'র্জন ক'রে স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন , ব্যবহার এবং এইভাবে বিদেশী শাস'ক -শ্রেণীর উপ'র অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি ক'রা ও স্বদেশপ্রেমে জন'সাধারণকে উদ্বুদ্ধ ক'রা । এই উদ্দেশ্যে নিবেদিতা, জাপান, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে একদল শিক্ষার্থী পাঠান যাতে তারা যথাযথ ট্রেনিং নিয়ে দেশীয় পদ্ধতিতে স্বদেশে শিল্প স্থাপন ক'রতে পারেন [৩৩]।

স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাপ যে সারাদেশে ছড়িয়ে প'্রেছিল তাতে নিবেদিতা এক অগ্রণী ভূমিকা পালন ক'রেছিলেন, তাঁর অগ্নিব'র্ষী লেখনী ও সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতাদি ও ঘ'রোয়া আলচনাদির মাধ্যমে[৩৪]। বিপ্লবী সংগঠনগুলির (অনুশীলন স'মিতি, যুগান্ত'র , প্রভৃতি) সাথেও তাঁর ঘ'নিষ্ট যোগসূত্র ছিল [৩৫]। প্রসঙ্গতঃ নিবেদিতাই বাঘা যতীনের (বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) সাথে স্বামিজীর প'্রিচ'য় ক'রিয়ে দিয়ে স্বদেশের কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ ক'রেন [৩৬]। *

খালি হাতে বাঘ মে'রেছিলেন ব'লে প্রচন্ড শক্তিশালী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাঘা যতীন নামে খ্যাত । নিবেদিতার সাথে তার প'রিচ'য় প্লেগ নিবারণের কাজে নিবেদিতাকে সাহায্য ক'রার সুবাদে । স্বামিজীর প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা দেখে নিবেদিতা এই সাহসী চ'রিত্রবান তরুন'কে স্বামিজীর সাথে প'রিচয় ক'রিয়ে দেন- উত্তরকালে যিনি বিভিন্ন বিপ্লবী দল'কে সংগঠিত ক'রে জার্মানী থেকে অস্ত্র আমদানী ক'রে ভারত স্বাধীন ক'রার স্বপ্ন দেখেছিল । কিন্তু তা বিফ'ল হয় এবং টেগার্টের বিশাল পুলিস বাহিনীর সাথে এক অসম লড়াইয়ে ১৯১৫ সালে টেগার্টের গুলিতেই প্রাণ ত্যাগ ক'রেন । কিন্তু তার সংগঠনি শক্তি, সাহস ও দেশপ্রেমে টেগার্টেই ম'ন্তব্য ক'রেছিল , ''যতীন যদি ইংরেজের ঘ'রে জন্মাতো , তবে ইংরেজেরা ল'ন্ডনের ট্রাফাল্'গার স্কোয়ারে নেলস'নের পাশে তার মূর্তি স্থাপ'ন ক'রতো[৩৬] ।''

ইতিমধ্যে ৪ঠা জুলাই, ১৯০২, স্বামিজীর মহাপ্রয়ানে নিবেদিতা এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন । মিসেস লেগেটকে তার মর্মবেদনা জানিয়ে লেখেন , ''আমাদের প্রিয় আচার্যদেব চিরদিনের মতো চলে গেছেন । - তাঁর প্রকৃত সেবা ক'রার জন্য আমার হৃদয় অধীর –তাঁর কাজ ক'রবার জন্য যেন শক্তি, জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ ক'রতে পারি , এই প্রার্থনা ।---আমি শোক ক'রতেও পারি না, আমি কেব'ল (তাঁর আরব্ধ) কাজ ক'রে যেতে চাই[৩৭] ।''

প'রন্তু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সদস্যা নিবেদিতার ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে শুধু যে সঙ্ঘের অস্তিত্ব বিপান্ন হয়ে উঠেছিল , তা-ই নয়, সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহ'ণ স্বামিজী প্রব'র্ত্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অনুশাস্'ন বিরুদ্ধ । কেন সঙ্ঘের এই রাজনীতি নিরপেক্ষ অবস্থান তার কারণ ব্যাখ্যা ক'রে এক প্রাচীন স'ন্ন্যাসী বুঝিয়েছিলেন, রাজনীতিক মতাদ'র্শ তাত্ক্ষনিক মুল্যবোধের উপ'র স্থিত , কিন্তু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্দেশ্য এক শাশ্বত আদ'র্শ প্রতিষ্ঠার জন্য । কাজেই নিবেদিতার রাজনীতিতে স'ক্রীয় অংশগ্রহ'ন তৎকালীন স্থিতি অনুযায়ী আদ'র্শ হ'লেও , সঙ্ঘের অনুশাস'ন বিরুদ্ধ । এবং ১০ই জুলাই নিবেদিতা স্বামী ব্রহ্মান'ন্দ ও স্বামী সারদান'ন্দের সাথে অনেকক্ষণ আলোচনার প'র ব'লেন, ''আমি নিজেকে ভারতের আত্মার সাথে একাত্ম ক'রে ফেলেছি , কাজেই ম'র্মান্তিক হ'লেও আমি ব'রং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সদস্য পদ ত্যাগ ক'রবো , কিন্তু ভারতের স্বাধীন'তা আন্দোলন থেকে স'রে আস্'তে পারবো না । '' এবং সংবাদপ'ত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে লেখেন, ''এখন থেকে আমার কার্যক'লাপের সাথে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কোন যোগ নেই ।'' এবং নিজের

নামের পাঠ দিয়ে লেখেন- 'রামকৃষ্ণ-বিবেকান'ন্দের নিবেদিতা'- যা আগে উনি লিখতেন, 'রামকৃষ্ণ সজ্ঘের নিবেদিতা' [৩৮]। এতো ক'রেও কিন্তু রামকৃষ্ণ সজ্ঘ বিদেশী পুলিসের শ্যেন দৃষ্টি থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। জেল থেকে ছাড়া পাওয়া বিপ্লবীরা অনেকেই রামকৃষ্ণ সজ্ঘে যোগ দেওয়ায় ব'রাব'র বিদেশী শাসক রামকৃষ্ণ সজ্ঘকে স'ন্দেহের চোখেই দেখেছে। এমন কি স্বামিজীর গতিবিধির উপ'রও গুপ্তচ'র লেগে থাক'তো- এবং এইটি জানার প'র থেকেই নিবেদিতা ইংরেজ শাস'ক'কুলের প্রতি ছিলেন খড়্গহস্ত [২৫]।

এরপ'র ১৯০৫ সালে ,ল'র্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গকে (বাংলাকে দুভাগ ক'রা) কেন্দ্র ক'রে স্বদেশী আন্দোলন ও তার সাথে বিপ্লবী আন্দোলনও তীব্রত'র আকার ধারণ ক'রে; এবং একই সাথে বিদেশী শাস'কের দমন মূলক কার্যক'লাপেরও বৃদ্ধি হয়। বোমার মাম'লায় অরবিন্দ , বারিন ঘোষ প্রভৃতি এবং যুগান্ত'রের স'ম্পাদক ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত (স্বামিজীর ছোট ভাই) রাজদ্রোহ মামলায় গ্রেপ্তার হলে , নিবেদিতা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। অরবিন্দের পত্রিকা কর্মযোগিনের স'ম্পাদনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন, ভূপেন্দ্র নাথের জামিনের চেষ্টা ব্যতীত বৃদ্ধা ভূবনেশ্বরী দেবীকে (স্বামিজীর মা) নানাভাবে সান্ত্বনা দেন[৩৯]। এই ল'র্ড কার্জনই ক'লিকাতা বিশ্ববিদ্যাল'য়ের স'মাব'র্তন সভায় ভারতীয়দের নৈতিক'তা নিয়ে ক'টাক্ষ ক'রলে -নিবেদিতা ভারতের আত্মশ্লাঘায় ঘা প'রায় , কার্জনের 'প্রব্লেমস অব দি ফার ইস্ট 'ব'ইটি উদ্ধৃতি ক'রে প'ত্র প'ত্রিকায় প্রকাশ ক'রে দেন যে , কার্জন নিজের গড়িমা বাড়াতে কোরিয়ার প'ররাস্ট্র দপ্তরে ডাহা মিথ্যা ক'থন ক'রেছিলেন -যা পশ্চিমী দুনিয়ায় এক অমার্জনীয় অপ'রাধ। এবং এইভাবে কার্জনের উঁচু মাথাটা স'ম্পূর্ণ হেট ক'রে দিয়েছিলে [৪০]।

নিবেদিতা ব'লতেন, ''আমার কাজ জাতীকে (ভারতকে)উদ্বুদ্ধ ক'রা। স্বামিজীর আদ'র্শে জন'সাধারণের মধ্যে জাতীয়তা বোধ জাগিয়ে তোলা [৪১]। এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি 'রামকৃষ্ণ সজ্ঘের সদস্য পদ ত্যাগ ক'রতেও পিছ্পা হ'লেন না। জ্বালাময়ী ভাষণে বৃটিশ শাস'নের স্বরূপ উদ্ঘাটন , স্বাধীন'তা অর্জনে সবাইকে উৎসাহ দান , পাশ্চাত্যের অনুক'রণ না ক'রে ম'নে- প্রাণে

আচারে ব্যবহারে, শিক্ষা -দীক্ষায় খাঁটি ভারতবাসী হয়ে স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আত্মবিশ্বাসী হবার জন্য জন'সাধারণের নিক'ট আবেদন- এবং এইভাবে দেশকে জাগিয়ে তোলাই ছিল নিবেদিতার স্বপ্ন[৪১]। দেশব্যাপী এই বক্তৃতা সফরে নিবেদিতা হিন্দু -মুস'ল'মান স'ক'ল'কেই আহ্বান জানিয়েছেন একযোগে এই জাতীয়তাবোধে সামিল হতে [৪২]। সভাসমিতিতে নিবেদিতা যখন ভারতের মহিমা ব্যাখ্যা ক'রে স্বামিজীর উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও গভীর স্বদেশপ্রেমের বর্ণনা ক'রে -তেজদৃপ্ত কণ্ঠে দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনের সবাইকে জীবন পণ ক'রার আহ্বান জানাতেন , তখন শ্রোতারা এক প্রব'ল অনুপ্রেরণা বোধ ক'রতো। এ ছারাও দলে দলে বিবেকান'ন্দ -অনুরাগী যুবক , ছাত্র, অধ্যাপক -নিবেদিতার কাছে আসতো স্বামিজীর ক'থা শুন'তে ও স্বদেশের কাজে নিজেদের জীবন উৎস'র্গ ক'রার দিশা নির্ণয়ে। এইসব কারণে অনেকে নিবেদিতাকে বিপ্লবী স'মিতির প্রচারক ব'লেও চিহ্নিত ক'রেছেন [৪৩]।

বস্তুতঃ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সবকিছু শাখাতেই নিবেদিতার জোড়ালো অংশগ্রহণের ছাপ সুস্পস্ট , যদিও তিনি এর নেতৃত্ত উপেক্ষা ক'রেছিলেন। অ জাতীয় কংগ্রেসের চ'রমপ'ন্থী (তিল'ক প্রভৃতি) বা নরমপ'ন্থী (গোখেল প্রভৃতি) স'ক'লের কাছেই নিবেদিতার মতামত এতটাই গ্রহ'ণ যোগ্য ছিল যে, বেনারস কংগ্রেসে এই দুই যুযুধান শিবিরকে একই ছাতার তলায় এনে স'র্বস'ম্মত প্রস্তাব গ্রহ'ণে নিবেদিতার এক বড় ভূমিকা ছিল [৪৪]। একই' স'ঙ্গে স'মান'তালে নিবেদিতা বিপ্লবী আন্দোলনের সাথেও যুক্ত থেকেছেন, যদিও তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য স্বদেশী ডাকাতির জোড়ালো বিরোধিতা ক'রেছেন। রাশিয়ার প্রখ্যাত বিপ্লবী পিটার ক্রপ'ট্স্কিনের সাথে নিবেদিতার পরিচয় ছিল ; এবং ক্রপ'ট্স্কিনের মতো ক'রে

নিবেদিতাও ব'লতেন, ''রাস্ট্রিয় চেত'নার সঞ্চার এবং প'রস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলনের আর কোনও স'ফ'লতার স'ম্ভাব'না নেই [৪৫]। প্রস'ঙ্গতঃ শ'হিদ বাঘা যতিন্ও তাঁর মৃত্যুকালে ব'লেন, ''আম'রা ম'রছি কিন্তু দেশ জাগবে [৩৫]।

যে বন্দেমাত'রম্ ম'ন্ত্র উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে ভারতের স্বাধীন'তা সংগ্রমীরা প্রাণ বিস'র্জ্জন দিতে দ্বিধা ক'রতো না, নিবেদিতা তাঁর বিদ্যালয় শুরুই ক'রতেন সেই বন্দেমাত'রম্ সঙ্গীত দিয়েই (শ্রীরামকৃষ্ণ পুজার প'র) [৪৬] । স্বদেশী আন্দোল'ন উপলক্ষ ক'রে দেশে অনেক ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায়ও নিবেদিতার বিশেষ অব'দান ছিল । এম'ন কি তাঁর স্কুলের মেয়েদের প'ড়াশুনার সাথে সাথে স্বনির্ভর হ'বার জন্য নানা রক'ম হাতের কাজ শেখাতেন (সূচী শিল্প ছাড়াও), যার মধ্যে চ'রকার এক বড় ভূমিকা ছিল [৪৬]। *

প্রসঙ্গতঃ মহাত্মা গান্ধীর চরকা আন্দোল'ন শুরু হয় অনেক প'রে । গোখেলের আমন্ত্রণে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল কংগ্রেস থেকে ভারিতীয় কংগ্রসে যোগদান ক'রে স্বাধীন'তা আন্দোলনে সামিল হ'ন নিবেদিতার প্রয়াণের ৪ বছড় পর, ১৯১৫ সালে । ওদিকে স্বদেশী আন্দোলনে বৃটিশ বাণিজ্যিক অর্থনীতি ভেঙ্গে প'রলে , ১৯১১ সালের ডিসম্বরে কার্জনের বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়, রাজধানী ক'লিকাতা থেকে সরিয়ে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হয় ও বিহার ও ওরিষ্যা বাঙ্লা থেকে আলাদা হয়ে যায় [৩৫] ।

শ্রদ্ধেয়া প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর ভগিনী নিবেদিতা গ্রন্থে লিখছেন , ''ভারতবর্ষের ক'থা উঠিলে তিনি ভাবমগ্না যাইতেন । তাঁহার মেয়েদের ব'লিতেন, ভারতের কন্যাগণ তোম'রা স'ক'লে জপ ক'রবে - ভারতবর্ষ , ভারতবর্ষ ! মা, মা , মা ! এই বলিয়া তিনি নিজেই জপমালা লইয়া জপ করিতেন, -ভারতবর্ষ , ভারতবর্ষ ! মা, মা , মা ![৪৬]

লোকমাতা নিবেদিতা : স্বামিজী নিবেদিতাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত ক'রে ভগবান বুদ্ধের চরণে অঞ্জলী দিয়ে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ব'লেছিলেন, ''যাও যিনি বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে পাঁচশ'তবার অপ'রের জন্য জন্মগ্রহ'ণ ও প্রাণ বিসর্জ্জণ ক'রেছিলেন , সেই বুদ্ধকে অনুসরন কর[২] ।'' বস্তুতঃ স্বামিজীর দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিকতার সংজ্ঞাই ছিল এক মানবতাধর্মী হৃদয়ের উৎকর্ষসাধ'ন, যার চ'রম প'রাকাষ্ঠা ঘটেছিল বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিতে,যে কারণে তিনি বুদ্ধের আদর্শই নিবেদিতার সামনে তুলে ধ'রেছিলেন, উপযুক্ত আধার জেনে।

ফ'লতঃ, নিবেদিতার জীব'নী আলোচনাতেও উঠে আসে ঠিক অনুরূপ এক দ'রদী প্রাণের। স্বামিজীর সাথে প'রিচ'য় হবার একদশক আগেই , ১৮৮৬ সালে কোম'লচিত্ত ত'রুণী মার্গারেট (নিবেদিতা) রেক্সহ্যাম শহ'রের এক কয়লা খনি অঞ্চলে কাজ ক'রতে এসে সেখানকার গ'রীব- দুঃখীদের প্রতি স'মবেদনায় সেবামূল'ক কাজে নিজেকে নিয়োজিত ক'রেন , তৎকালীন চার্চ্চের পক্ষপাত্মূল'ক বিরোধিতা সত্ত্বেও [৪৭]। স্বামিজীর কাজে নেমেও প্রথমেই তিনি লেগে গেলেন তখনকার ক'লিকাতার মহামারী আকারে ছড়িয়ে পরা ভয়ান'ক ছোঁয়াচে প্লেগ আক্রান্ত রুগীদের সাহায্যে ও তাদের সেবায় । স্বামিজীর প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বে প্লেগ নিরাক'রণে নিজ হাতে ঝাড়ু নিয়ে বস্তির নর্দ্দমাদি প'রিষ্কার ক'রাতেও তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা তো ছিলই না, প'রন্তু ওই অসহায় মানুষদের এক'মাত্র ভ'রষা ছিল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধুদের সাথে এই সদ্য আগত ইংরেজ রম'ণী নিবেদিতা । বাগবাজার পল্লীর প্রতি বস্তিতে নিবেদিতার করুণাময়ী মূর্ত্তি লক্ষিত হতো । একবার একজন রুগীর ঔষধ পথ্যাদির ব্যয় নির্বাহার্থে তাঁকে কিছুকাল দুগ্ধপান প'রিত্যাগ ক'রতে হয়েছিল ,যখন দুগ্ধ ও ফলমূলই ছিল তাঁর এক'মাত্র আহার [৪৮]।

নিজের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা না ক'রে নিবেদিতা যেম'ন ক'রে প্লেগের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন , তেম'নি ক'রে ১৯০৬ সালে পূর্ববঙ্গে দু'র্ভিক্ষের স'ময় সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন । নৌকায় ক'রে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধু -ব্রহ্মচারীদের সাথে বাড়ী বাড়ী ঘুরে সাহায্য ক'রতেন । কৃষ'ক- রমণীদের সুখ –দুঃখের ক'থা এতো দরদ দিয়ে শুন'তেন , যে তারা নিবেদিতাকে নিজেদের লোক ব'লেই ম'নে ক'রতো । নৌকায় ফিরে আসার স'ময় পেছন ফিরে দেখেন, নিজেদের দুঃখ- দুর্দ্দশা স'ত্ত্বেও গ্রামের মেয়েরা প্রার্থনার ভঙ্গিতে তাঁকে অন্ত'রের শুভেছা জানাচ্ছে । নিবেদিতার চক্ষু অশ্রু রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল [৪৯]।

নিবেদিতা তাঁর মেয়েদের শিক্ষা দেবার স'ময় সর্বদা ম'নে ক'রিয়ে দিতেন, তারা ভারতের কন্যা এবং ভারতের আদর্শই তাদের আদর্শ । -যে সব মেয়েরা অল্পব'য়সে বিধবা তাঁদের প্রতি তাঁর ভাল'বাসার অন্ত ছিল না । হিন্দুঘ'রের বিধবা মেয়েরা অনেকেই না খেয়ে স্কুলে আস'তো । কি ভাবে বুঝতে পে'রে, তিনি তাদের শুকনো মুখ দেখে খাওয়াবার জন্য ব্যগ্র থাকতেন । একাদশীর দিন নিবেদিতা তাদের নিজের নিক'ট বসিয়ে স'রবৎ ও মিস্টান্ন খাওয়াতেন । একবার নানাকাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি ভুলে গেছেন , ও স্কুল ছুটির প'র জগদীশচন্দ্রের বাড়ী গেছেন । কথাবার্তা বেশ জমে উঠেছে এম'ন স'ময় তাঁর হঠাৎ ম'নে প'রলো তাঁর এক বিধবা ছাত্রী প্রফুল্লকে খাওয়ানো হয় নাই । তৎক্ষনাৎ তিনি বাড়ী ফিরে এসে প্রফুল্লকে ডেকে পাঠালেন ও তাকে খেতে দিয়ে বারবার দুঃখ প্রকাশ ক'রে ব'ল'লেন, ''আমার মেয়ে , আমি ভুলে গেছি, কি অন্যায় ! তোমাকে খেতে না দিয়ে আমি নিজে খেয়েছি , কি অন্যায় ! '' উত্ত'র কালে প্রফুল্ল দেবী তাঁর এই অপার্থিব স্নেহের কথা ব'লতে গিয়ে অশ্রু সংব'রণ ক'রতে পারতেন না । অঝোরধারায় ঝ'রে প'রা তাঁর এই উষ্ণ মাতৃস্নহের পরশ নিবেদিতার সব ছাত্রীরাই অনুভব ক'রতো [৫০]।

নিবেদিতার ক'রুণাময়ী মাতৃমূর্তীর ক'থা ব'লতে গিয়ে স্বামিজী জানাচ্ছেন , ''নিবেদিতার সঙ্গে জাহাজে যাবার স'ময় দেখলুম এক আমেরিকান পাদ্রী বোগেশ ও তার গৃহিণী তাদের অনেকগুলি সন্তান- সন্ততি সাম'লাতে যখন হিমশিম খাচ্ছেন , তখন তাদের দেখভালের সব দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছেন নিবেদিতা ।'' কৌতুক ক'রে স্বামিজী লিখছেন , ''আমাদের নিবেদিতা এখন বোগেশের ছেলেপিলের মা হয়ে বসেছে [৫১]।''

নিবেদিতার এই মানবতা -ধর্মী উন্নত আধ্যাত্মিক প'রশের প'রশ মানিক মানুষের সহজাত দেবত্বকে কি ভাবে জাগ্রত ক'রে , তার এক উদাহ'রণ দেওয়া যেতে পারে ।জাহাজে ভারতে আসার স'ময় এক ইংরেজ যুবকের সাথে তাঁর প'রিচ'য় হয়, যার দুর্বিনীত ও অসংযমী ব্যবহারে জাহাজের স'ক'লেই বিরক্ত । তার বাবা-মাও এই দুষ্ট ছেলেকে শায়েস্তা ক'রতে না পেরে ভারতে পাঠিয়ে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছিল । নিবেদিতার মহৎ হৃদয় তার প্রতি স'মবেদ নায় পূর্ণ হয়ে

উঠলো । ছেলেটকে নিরিবিলি ডেকে বললো যে , তিনি আশা রাখেন যে, ছেলেটি নুতনভাবে তার ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলবে ।'' এবং এই বিশ্বাসের নিদর্শন –স্বরূপ নিজের এক মাত্র দামী জিনিস মায়ের দেওয়া সোনার ঘড়িটি উপহার দেন । প'রে নিবেদিতাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ ক'রে যুবকটির মা জানান যে নিবেদিতার স্নেহ ও সাহায্যে যথার্থই যুবকটির নব জীবন গঠনে প্রেরণা দিয়েছিল[৫২] ।

তাঁর ক'রুণা অবোধ জীব-জন্তুর প্রতিও দেখা যেত । উদ্বোধ'নে এক'টি বিড়াল কেব'ল বিরক্ত ক'রছে দেখে গোলাপ- মা বিড়াল'টির ঘাড় ধ'রে উঁচুতে তুলেছেন-উদ্দেশ্য দূরে ছুঁরে দেবেন । নিবেদিতা তাই দেখে সভয়ে ব'লে উঠলেন, গোলাপ –মা, মৃত্যু , মৃত্যু- অর্থাৎ তাতে বিড়ালটা ম'রে যাবে[৫২] ।

যে কঠোর তপস্যার জীবন তিনি গ্রহণ ক'রেছিলেন সেখানে তিনি একাকী । কিন্তু তাঁর গভীর হৃদয়বত্তা ও মানবতাবোধ সকলের সুখদুঃখের অংশ গ্রহ'ণে সর্বদাই উন্মুখ ছিল । প্রিয় জনের ক'ল্যানার্থে নিজেকে

তাঁর মতো ক'রে উৎসর্গ ক'রার ক্ষমতা খুব অল্প লোকেরই থাকে [৫২] । তাঁর চোখ-ধাঁধানো অন'মনীয় দৃঢ়চেতা ব্যাক্তিত্বের সাথে একই সাথে সহাবস্থান ক'রতো , স'ক'লের প্রতি সংবেদনশীল স্নেহশীল এক উষ্ণ মাতৃ -হৃদয় এবং এই লোক-মাতা রূপই নিবেদিতার ভিত'রের মানুষটির আস'ল রূপ ।

কালী-চেত'নায় নিবেদিতা : রামকৃষ্ণ -বিবেকানন্দের নিবেদিতার কালী-চেতনা স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের কালী ভাবনারই প্রতিভাস মাত্র - অবশ্যই সেটা রূপ প্রতিগ্রহ ক'রেছে নিবেদিতার স্বকীয় ধ'রণে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে নিজের প্রত্যক্ষ -উপ্লব্ধিজাত যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন , তা হ'লো - ''আমি মাটির বা পাথ'রের কালী ব'লে ম'নে ক'রি না । চিন্ময়ী কালী । যিনি ব্রহ্ম তিনি ই কালী ।যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম , যখন সৃস্টি -স্থিতি -প্রলয় ক'রেন তখন কালী অর্থাৎ কালের সাথে যিনি রম'ন ক'রেন, কাল অর্থাৎ ব্রহ্ম [৫৩]। '' এটির বশদ ব্যাখ্যায় ব'লছেন, ''যেম'ন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি । অগ্নি ভাব'লেই তার দাহিকা শক্তি ভাব'তে হয় । কালী মানলেই ব্রহ্ম মানতে হয় , আবার ব্রহ্ম মানলেই কালী মানতে হয় । ওকেই শক্তি ওকেই আমি কালী ব'লি [৫৪] ।'' স্বামিজী আবার শ্রীরামকৃষ্ণের কালী ভাবনাটিরই এক যুক্তিগ্রাহ্য বৈজ্ঞনিক ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়ে স্বকীয় অভিজ্ঞতার কথায় নিবেদতাকে ব'লছেন, ''আমিও ইহা ম'নে ক'রি , কালী তাহার কার্য স'ম্পাদনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দেহযন্ত্র প'রিচালিত ক'রিয়াছিলেন -আমার পক্ষে বিশ্বাস না ক'রিয়া উপায় নাই যে , কোথাও এম'ন এক'টা শক্তি নিশ্চয় আছে , যিনি নিজেকে নারী ব'লিয়া ক'ল্পনা ক'রেন এবং তাহাকে লোকে কালী এবং মা ব'লিয়া ডাকে । আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাস ক'রি ।--- ব্রহ্মই আছেন , এবং তিনিই একমাত্র সত্তা, কিন্তু তবু তিনিই আবার বহু দেবতাও হইয়াছেন [৫৫]।''কেন স্বামিজীর এই বিশ্বাস হ'লো , তার কথায় নিবেদিতাকে ব'লছেন, - ''আমাকেও মা কালীকে মানিতে হইলো, ----যে কারণে মানিতে হ'ইল তাহা একটি গোপ'ন রহস্য, উহা আমার মৃত্যুর সঙ্গেই লুপ্ত হইবে[৫৫] ।''

ধর্ম-প্রবন খৃস্টান মার্গারেটকে স্বামিজী শিবপূজা ক'রিয়ে, পরার্থে উৎসর্গীকৃত ক'রে, ও ভারতের জন্য নিবেদিত -প্রাণ মার্গারেটকে নিবেদিতা নামে ভূষিত ক'রে ছিলেন ১৮৯৮ এর মার্চে । আর তার এক বছ'রের মধ্যেই ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৮৯৯) , তাঁকে দিয়ে ক'লিকাতার এলবার্ট হ'লে কালী ও কালীপূজার মতো এক কূট বিষয় যা, পাশ্চাত্য স'মাজে এক মস্তো প্রহেলিকা, তাই নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ালেন । অবশ্য নিবেদিতার এই কালী -প্রশস্তি ব্রাহ্ম-সমাজ ভালভাবে মেনে নেয় নি ।কিন্তু কালিঘাটের মন্দির কত্তৃপক্ষ এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, নিবেদিতাকে সাদর আহ্বান জানালেন , কালীর নাট- মন্দিরেই কালী নিয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য । দক্ষিনেশ্বর মন্দিরে কিন্তু নিবেদিতার প্রবেশাধিকার ছিল না ; শ্রীরামকৃষ্ণের ঘ'রে বসে ও মন্দিরের বাইরে থেকেই এই কালী-গত প্রাণ নিবেদিতা তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে আসতেন [৫৬]।

নিবেদিতা তাঁর 'কালী দি মাদার' গ্রন্থে তাঁর নিজস্ব অনবদ্য ভঙ্গীতে কালী-প্রতিমার অপূর্ব এক রূপদান ক'রেছেন । কালী-তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি ব'লছেন, ''-- -- তাঁর (শিবের) শায়িত ভঙ্গী সূচিত ক'রে নিষ্ক্রিয়তা ।যেন সেই সৎ-পুরুষ বাহ্যিক বিষয়ে অনাসক্ত ও উদাসীন । কালী প্রলয় নৃত্যে উন্মত্তা ও উগ্ররূপা। চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত তাঁর ধ্বংসলীলার সাক্ষ্য ।-- -- অজ্ঞাতে সহসা তাঁর পদতলে পতিত পতিদেহ । মহেক্সশ্বরের বক্ষে তাঁর একটি চ'রণ । সেই স্পর্শে উন্মিলিত শিবের নয়নদ্বয় । দুই জনের দৃষ্টি মিলিত হয়ে স্থির । দেবীর হস্ত স্বতই উত্তোলিত হয় বরাভয় মুদ্রায় । জীবন ও মৃত্যুর বাস্তব ভয়ঙ্কর সত্য যেন ভাষায়িত তাঁর নগ্নরূপে । কিন্তু শিবের নিকট কিছুই ছায়াবৃত নয় । সেই ভীষ'ণা দেবীর হৃদয়ে অকম্পিত দৃষ্টি নিবদ্ধ

তাঁর । কালীতত্ত্বের গভীর উপলব্ধিতে উল্লাসে তিনি স'ম্বোধ'ন করেন তাঁকে 'মা' বলে । আত্মা ও ব্রহ্মের সেই তো প'রম মিলন মুহূর্ত্ত । - - -কালি প্রতিমা যত না এক দেবতার অনুক'ল্প , তার চেয়ে অনেক বেশী আমাদের স্বীয় জীবন –রহস্যের মূর্ত্তরূপ ।- -- - বিনম্র হও, তা হলেই শুনতে পাবে - - মাতৃত্বের উদ্দেশ্যে ভারতাত্মার বাণী । জীবনের অমৃত পাত্রটি যখন তখনই কি আমাদের উপলব্ধির পরম মুহূর্ত্তটির উদয় হ'য় না[৫৭] ?''

নিবেদিতার কালী –চেত'নার এক অপূর্ব চিত্র উপহার দিয়েছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । তাঁর স্মৃতি চারণে লিখছেন , একদিন নিবেদিতার সঙ্গে ঘ'রে বসে থাকার স'ময় কাল বৈশাখীর কালো মেঘে আকাশ ঢেকে গেল । সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির ক'রাল মূর্ত্তি দেখে নিবেদিতার মুখ এক নুত'ন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো - তা একাধারে ভীষণ ও মধুর । আচ্ছন্নের মত বসে থেকে তিনি শুন'তে লাগ'লেন উদ্যত ঝড়ের গর্জন । এই কালো আকাশের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের প 'রক্ষনেই হোল এক বজ্র পাতের শব্দ । নিবেদিতা রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলেন , 'কালী' [৫৮] !

নিবেদিতার কালীকে বুঝতে হ'লে , লেগেটের শিশুকন্যাকে যে ভাবে তিনি কালীর মর্মার্থ বলেছিলেন, সেটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ।তিনি ব'লেছিলেন, ''ঈশ্বর – জননীর মতো । তিনিই 'মা' মহামায়া ।---জগন্মাতা চোখ বন্ধ ক'রে তাঁর সন্তানের সাথে (আমাদের সাথে) খেলা ক'রেন । আর সারাজীবন ধ'রে আম'রা এই বিশ্বজননীর চোখ খুলে দেবার চেষ্টা ক'রি । যদি কেউ তাঁর চোখ খুলে দিয়ে ক্ষণকালের জন্য তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মেলাতে পারে , তবে সেই মুহূর্তে – শক্তি জ্ঞান, প্রেমে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায় । -- -- তুমি কি ক্ষণকালের জন্য ক্ষুদ্র ক'রদুটি ধ'রে তাঁর কাছে ব'ল'বে না – 'মা কালী একবার আমার দিকে তাকাও' [৫৮] ।- - এইটিই হ'লো নিবেদিতার কালীর তাৎপর্য ।

শ্রীমা সারদা দেবীর খুকি নিবেদিতা : শ্রীমা সারদা দেবী অকুণ্ঠ আশীর্বাদ ক'রে নিবেদিতাকে তাঁর প'রম আপ'ন ও আদ'রের 'খুকি' ব'লে স'ম্বোধ'ন ক'রতেন[৫৯] । ব'লতেন , ন'রেন'কে কি ভক্তিই ক'রে ! ন'রেন এই দেশে জন্মেছে ব'লে স'র্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে কাজ ক'রছে । কি গুরুভক্তি ! এ দেশের উপ'রই বা কি ভাল'বাসা[৬০]! স্বামিজীর দেহত্যাগের প'র রাজনৈতিক কার্যক'লাপের জন্য রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাথে নিবেদিতার যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হ'লেও , সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক নেতৃ শ্রীমার সাথে তাঁর স'ম্প'র্কের লেশ'মাত্র ক্ষুন্ন হয় নাই । ক'লিকাতায় শ্রীমা থাক'লে নিবেদিতা হাজার কাজের মধ্যেও তাঁর কাছে ছুটে যেতেন, স'ন্ধ্যাবেলায় নীরবে শ্রীমার পাশে বসে ধ্যান ক'রতেন [৫৯]।

নিবেদিতার স্কুলে শ্রীমা ব'হুবার গেছেন, যেদিন তিনি যেতেন, নিবেদিতা যেন আহ্লাদে গ'লে যেতেন। ঘোড়ার গাড়ী থেকে নামামাত্র নিবেদিতা সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম ক'রতেন , নিবেদিতার নির্দেশে স্কুলের মেয়েরা শ্রীমার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলী দিত [৫৯]। ফ'লতঃ , নারীজাতির শিক্ষাক'ল্পে নিবেদিতার যে উদ্যম তাতে শ্রীমা ব'রাব'র উৎসাহ দিয়ে গেছেন । একজন স্ত্রীভক্ত তার মেয়েদের বিয়ে দিতে না পারার দুর্ভাবনা শ্রীমাকে জানালে, স'ঙ্গে সঙ্গে তিনি ব'লেন তাদের নিবেদিতার স্কুলে দিয়ে দিতে এবং তাতেই তারা ভাল থাকবে[৬১]।

স্কুল চালাবার অর্থ সংগ্রহের জন্য নিবেদিতা বিদেশে গেলে , শ্রীমা তাকে আশীর্বাদ ক'রে লেখেন, ''স্নেহের খুকি নিবেদিতা ,-ভগবানের নিক'ট স'র্ব'দা প্রার্থনা ,তিনি তোমার মহৎ উদ্যমে সহায় হোন – ভারতবর্ষে মেয়েদের আশ্রম স'ম্বন্ধে তোমার অভিলাষ তিনি পূর্ণ করুন –বাস্তবিক তুমি চমৎকার কার্য করিতেছ [৫৯]।'' নিবেদিতার স্কুলকে শ্রীমা মেয়েদের আশ্রমরূপে দেখছেন । ফ'লতঃ , এই নিবেদিতা স্কুলেই স্বামিজীর বহু আকাঙ্খিত ভবিষ্যৎ শ্রীসারদা মঠের বীজ রোপিত হয় ।*

---

*প্রসঙ্গতঃ, এই নিবেদিতা বিদ্যালয়ই ভবিষ্যৎ শ্রীসারদা ম'ঠের (স্বামিজীর স্বপ্ন অনুযায়ী স'ম্পূর্ণরূপে নারীদের দ্বারা প'রিচালিত) পরপর তিন জন সঙ্ঘাধ্যক্ষ উপহার দিয়েছে ; প্রথম সঙ্ঘাধ্যক্ষ ছিলেন শ্রী সারদা মায়ের সেবিকা এবং নিবেদিতার ছাত্রী , প'রের দুজন নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ।

ওই চিঠিতেই শ্রীমা লেখেন, ''আমার স হিত একত্রে তোলা তোমার ফটোটির দিকে আমি অনেক সময় চাহিয়া দেখি , তখন ম'নে হয় তুমি নিকটেই রহিয়াছ [৫৯]।'' প্রসঙ্গতঃ শ্রীমার যে প্রতিকৃতি ভক্তমহলে পূজিত হয়ে আসছে , সেটি তোলা হয় নিবেদিতা প্রভৃতির সনির্বন্ধ অনুরোধে এবং ফটো তোলার সময় শ্রীমার বেশবাস নিবেদিতাই প্রস্তুত ক'রে দেন ।

প্রথম সাক্ষাতের দিনই নিবেদিতা শ্রীমার অনন্য-সাধারণ ব্যাক্তিত্বে অভিভূত হয়ে লেখেন, DAY OF THE DAYS, সেরা দিন[৬২] । তিনি লিখছেন, ''তাঁহার মধ্যে সাধারণ বুদ্ধি ও তৎপরতার কি চমৎকার প্রকাশ । তাঁহাকে ঘিরিয়া –এক আরম্বরহীন অপার্থিব ভাব বিরাজ ক'রতো । - - তিনি অপূর্বকৌশ'ল ও ভাল'বাসার দ্বারা সবাইকে সদা শান্তির মধ্যে রাখেন । -- -তিনি স'ত্যিই শক্তিরূপিণী , এবং মহানুভবা রমণী গণের মধ্যে তিনি অন্যতমা, যদিও বাহিরে_নিতান্ত স'রল ও অকপ'ট । বরাবর তিনি রক্ষ'ণশীলা , কিন্তু আশ্চর্য পাশ্চাত্যবাসীগণকে দেখিবার পর মুহূর্তে তাঁহার রক্ষণশীলতার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না [৬৩]। যে যুগে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেত'নে প্রথম দিকটায় অব্রাহ্মণ শিক্ষক রাখতে ভরষা পাচ্ছেন না, ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা অব্রাহ্মণ শিক্ষককে কি করে প্রণাম ক'রবে ভেবে[৬৪], সেই আমলের জাতপাতের তীব্র গোঁড়ামি থাকা সত্বেও হিন্দু শ্রীমা, খৃষ্টান বিদশী নিবেদিতাকে অম্লান-বদনে নিজের বাসগৃহে থাকার অনুমতি দিয়ে দিলেন, কারণ নিবেদিতা হিন্দু প'রিবারের রীতি নীতির সাথে প'রিচিত হতে ইচ্ছুক ছিলেন বলে [৬৩]। সে যুগে এটা একটা সামাজিক বিপ্লবের সামিল বই কি !

শ্রীমা ব'লতেন, ''আহা নিবেদিতার কি ভক্তিই ছিল ।আমার জন্য কি ক'রবে ভেবে পেত না । রাত্রিতে যখন আমাকে দেখতে আস'তো চোখে আলো লেগে কষ্ট হবে বলে একখানি কাগজ দিয়ে ঘ'রের আলোটি আড়াল ক'রে দিত । প্রণাম ক'রে ক'ত সন্তর্পণে আমার পায়ের ধুলা নিত । দেখতুম যেন পায়ে হাত দিতেও সঙ্কূচিত হচ্ছে [৫৯]। শ্রীমার সঙ্গিনী অপ'র একজন ব'ল'লেন , ''তিনি যেন ভারতেরই ছিলেন । সরস্বতী পূজার দিন খালি পায়ে হোমের ফোঁটা কপালে দিয়ে বেড়াতেন'' [৬৪] ।

শ্রীমা নিবেদিতাকে এতটাই স্নেহ ক'রতেন যে, অনেককাল আগে নিবেদিতার দেওয়া এক শতছিন্ন এন্ডির চাদর ফেলে দেবার ক'থায় শিউরে উঠে বললেন, ''না, না, ওটা নিবেদিতা আমাকে দিয়েছে, ওটি দেখলেই নিবেদিতার কথা ম'নে পরে ।'' প'রব'র্ত্তীকালে শ্রীমা নিবেদিতার অকালে দেহত্যাগ করায় অশ্রুত্যাগ করতে করতে বলতেন, ''যে হয় সুপ্রাণী তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী (অন্ত'রাত্মা) [৬১]।'' আধ্যাত্মিক উন্নতির শিখ'রে উঠে নির্বাসনা না হতে পারলে , অর্থাৎ কামনা- বাসনা রহিত হয়ে নির্বাণ লাভ করলে আর পুন'র্জন্ম হয় না, এই ক'থা বলতে গিয়ে শ্রীমা বলেন, ''নিবেদিতার এই শেষ জন্ম [৬৫]।''

ওদিকে আবার নিবেদিতার শ্রীমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির প'রিচয় পাওয়া যায়, স্বামিজীর শিষ্যা ন'র'ওয়ের সারা বুলের অসুস্থতা কালীন শ্রীমাকে লেখা এক পত্র থেকে ।কেম্‌ব্রিজ থেকে লেখা ওই পত্রে নিবেদিতা লেখেন,

''আদরিণী মা,

সারার জন্য প্রার্থনা ক'রবো বলে আজ ভোরে আমি গির্জায় গিয়েছিলাম । সবাই ওখানে যখন যীশু জননী মেরীর কথা চিন্তা করছে, আমার তখন মনে পরে গেল তোমার কথা – সেই স্নেহ ভরা দৃষ্টি – সবই যেন

প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম । -- - ভাবছিলাম তোমার ঘরে বসে আমি যে ধ্যান করার চেষ্টা ক'রেছিলাম , সেটা আমার কি নির্বুদ্ধিতাই হয়েছিল ।-- তোমার বাঞ্ছিত চরণতলে ছোট্ট একটি শিশুর মতো বসে থাকাই তো যথেষ্ট । মাগো ভালবাসায় পরিপূর্ন তুমি । সত্যই তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্য সৃস্টি । শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের পাত্র । - - - আমাদের উচিৎ তোমার কাছে অতান্ত স্তব্ধ ও শান্ত হয়ে থাকা ।বেচারী সারাকে তোমার শান্তির উত্তরীয়খানি পাঠিয়ে দিও । রাগ ও দ্বেষের উর্ধে যে গহন প্রশান্তি , সময় সময় তোমার চিন্তা সেখানেই সমাহিত হয় না কি ? সেই প্রশান্তি --- পৃথিবীর সংস্পর্শে যা কখনো মলিন হয় না ।
প্রিয়তমা মা আমার,
তোমার চিরদিনের নির্বোধ খুকি [৬৬]।''
তীক্ষ্ণধী আত্মপ্রত্যয়ী নিবেদিতা – কিন্তু শ্রীমার কাছে নিজেকে উজার ক'রে দিয়ে শিশুর মতো করে শ্রীমার উপরই নির্ভরশীল , তাই নিজের পরিচয়ে লিখছেন, '' চিরদিনের তোমার নির্বোধ খুকি''- যেটা নিবেদিতার কাছে একটা আত্মশ্লাঘার প'রিচায়কও বটে ।

নরেনের (স্বামিজীর) মেয়ে নিবেদিতা : স্বামিজী নিবেদিতাকে ঐশী শক্তিদ্বারা পরিচালিত ম'নে করতেন বলে , তাঁর কাজে সমস্ত রকম সহযোগিতা করলেও , নিবেদিতার কার্য প্রণালীতে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে, সচেতন ভাবেই কোনরক'ম হস্তক্ষেপ ক'রতেন না । নিবেদিতার কাছে যেটা তিনি তুলে ধরতেন তা হলো ভারতের আদর্শ , ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও দ'র্শন । নিবেদিতা তাই ভারতকে চিনেছিলেন স্বামিজীর দৃষ্টি দিয়ে । আর ভারতের জন্য নিবেদিত প্রাণ নিবেদিতাকে ভারতের কাজে উৎস'র্গ ক'রে যে আশীর্বাণী স্বামিজী লিখে পাঠিইয়েছিলেন তা হ'লো ,

''মায়ের হৃদয় আর বীরের দৃঢ়তা , মলয় সমীরে যথা মধুর স্নিগ্ধতা ,
যে পবিত্র কান্তি ,বীর্য , আর্য- বেদীতলে নিত্য রাজে বাধাহীন দীপ্ত শিখানলে,
এ সব তোমার হোক – আর ও হোক শত অতীত জীবনে যাহা ছিল স্বপ্নাতীত ;
ভবিষ্যৎ ভারতের সন্তান তরে সেবিকা, মাতা, বান্ধবী তুমি একাধারে ।'' [৬৭]

-বলা বাহুল্য নিবেদিতা সারাটা জীবন ধরে স্বামিজীর এই আশীর্বাদ স্বার্থক করে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন ।

এক গর্বিত পিতার মতোই স্বামিজী তাঁর এই মানস কন্যাটির কৃতিত্বে জাঁক ক'রে নিবেদিতার অসাক্ষাতে ব'লতেন, ''এরপ'র দেখবি নিবেদিতার কার্যকরী- শক্তি । নিবেদিতার প্রাণ অতি মহৎ । তার ভেতর যশ, প্রতিষ্টা , কি মুরুব্বিয়ানা নেই । - নিবেদিতা প্রাণ দিতে এসেছে , গুরুগিরি করতে আসে নি [৬৮]।'' আরও ব'লছেন , নিবেদিতার মধ্যে গোটা দুনিয়াটাকে ওলট পালট করে দেবার শক্তি আছে । যদিও সামনে কোন প্রশংসা বাক্য না বলে , বরং তাঁকে ত্রুটিহীন করার জন্য , ভুল্ভাল হ'লে সেটা স্পষ্ট জানিয়ে দিতেন[৬৯] ।
নিবেদিতার পিতা স্যামুয়েল যেমন ক'রে তাঁর স্ত্রীকে ব'লে গিয়েছিলেন যে, কোন মহৎ কাজের আহ্বান এলে যেন তিনি তাঁর আদরের মেয়ে মার্গটের প্রতিবন্ধকতা না ক'রেন , ঠিক তেমনি করেই নিবেদিতার গুরু ও আধ্যাত্মিক পিতা স্বামিজী তাঁর গুরুভাইদের আগেভাগেই বলে রাখেন, যেন তারা নিবেদিতার কোন কাজে বাধা না দেন । এমন কি স্বামিজী নিজেও নিবেদিতাকে ভারতের কাজে আহ্বান করেও জানিয়ে দিচ্ছেন , ''আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে- - তা তুমি বেদান্ত ধর্ম ত্যাগই কর আর ধরেই থাক -- এই আমার প্রতিজ্ঞা[৭০] ।''

স্বামিজীর মানসনয়নে সম্ভবতঃ নিবেদিতার ভবিষ্যৎ জীবন উদ্ভাষিত হয়ে উঠেছিল , যাতে তিনি বুঝেছিলেন যে নিবেদিতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক অগ্রনী ভূমিকা পালন করবেন । এবং সেই কর্মপ্রধান প্রতিবাদী জীবন, সন্ন্যাস জীবনের যে আদর্শ – সব আঘাতের প্রত্যুত্তরেও অপ্রতিরোধ – সেটার সাথে ঠিকমতো খাপ খায় না- বলেই হয়তো নিবেদিতাকে তিনি সন্ন্যাসীর মতোই এক কঠোর পবিত্র জীবন শৈলীযুক্ত নৈষ্টিক- ব্রহ্মচারী ব্রতে দীক্ষিত ক'রলেও, সন্ন্যাসটা দেন নি । তবে এক গৈরিক উত্তরীয় দিয়েছিলেন যেটি দিয়ে মাথা ঢেকে নিবেদিতা ধ্যান করতেন [৭১]।

প্রসঙ্গতঃ, স্বামিজী স্বয়ং তাঁর চিকাগো বক্তৃতাদির সাফল্যের পর ঈর্ষান্বিত কিছু মিশনারী ও স্বদেশবাসীর কুৎসা রটনার , এমন কি প্রাণনাশের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও একটি অঙ্গুলী হেলনও করলেন না- সন্ন্যাসী বলে। তাদের নিরুত্তর করে স্তব্ধ ক'রে দিয়েছিল স্বামিজীর গুণমুগ্ধ আমেরিকান ভক্তেরা [৭২]। আবার ভারতের স্বাধীন'তা আন্দোলনেও সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের রচনাদি দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ ক'রলেও - স্বাধীনতা ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয় –এই ভাবের প্রচার তাঁর বক্তৃতা ও রচনাদিতে বিশদ আলোচনা করলেও – শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার মতো করে – স্বামিজী স্বয়ং স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন রকম সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি । স্বামিজীর হয়ে সে কাজটি ক'রেছিলেন তাঁর শিষ্যা ও মানস-কন্যা নিবেদিতা । এম'ন কি এইসব স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও স্বীকার ক'রছেন- যেমন নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি – যে তারা স্বামিজীকে ঠিকমতো বুঝেছেন নিবেদিতার রচনাদি পড়ে[৭৩]।

প্রসঙ্গতঃ নিজেকে 'পিতা' এই পরিচয় জ্ঞাপন করে স্বামিজী নিবেদিতাকে যে চিঠিটি লেখেন, সেটি নিবেদিতার মতো এক উচ্চমার্গের নিঃস্বার্থ কর্মীরই আদর্শ । স্বামিজী লেখেন, '' যে ব্যাক্তি সত্য সত্যই জগতের দায় ঘাড়ে নেয়, জগৎকে আশীর্বাদ করতে করতে (সে) আপন পথে চলতে থাকে----তার মুখে একটিও স'মালোচনার কথা থাকে না । তার কারণ এই নয় যে, জগতে পাপ নেই; তার কারণ এই যে , সে স্বেছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই পাপ নিজের কাথে তুলে নিয়েছে । যিনি পরিত্রাতা তাঁকেই সানন্দে আপ'ন পথে চলতে হবে; যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে এ কাজ তাদের নয় । আজ প্রাতে শুধু এ তত্ত্বের আলোই আমার সাম'নে উদঘাটিত হয়েছে । ''
ইতি –তোমার পিতা বিবেকান'ন্দ [৭৪] ।

ওদিকে আবার নিবেদিতা তাঁর জন্মদিনে প্রাপ্ত স্বামিজীর চিঠির প্রত্যুত্তরে নিজেকে 'স্বামিজীর কন্যা' এই প'রিচয় দিয়ে, যে চিঠি লিখছেন সেটি গুরুভক্তির চরম পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক । যেমন নিবেদিতা লিখছেন, ''আগে ভাবতাম আমি ভারতবর্ষের মেয়েদের জন্য কাজ করতে চাই – বর্তমানে আমি যে সব কাজ করতে চাই সে কেব'ল পিতার (স্বামিজীর) অভিপ্রায় বলে । এমন কি, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাও যেন প্রতিদান চাওয়া । আচার্যদেব আমি চিরকাল শুধু সেবার জন্যই সেবা করতে ব্যাকুল –একটা তুচ্ছ জীবনের জন্য নয় ।--

-ইতি --আপনার কন্যা মার্গট [৭৫]।

নিজের দেহত্যাগের কয়েক মাস আগে স্বামিজী নিবেদিতাকে তাঁর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ দিয়ে বেনারস থেকে লেখেন , 'সর্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ হোক, মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে এবং বাহুতে অধিষ্ঠিত হোক। অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হোক ; এবং সম্ভব হ'লে অসীম শান্তি তুমি লাভ কর- এই আমার প্রার্থনা । - - -যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য হ'ন , তবে যে ভাবে তিনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন , ঠিক তেমনি

ভাবে , তার চেয়ে সহস্রগুণ স্পষ্ট ভাবে তোমাকেও যেন তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান ।'' পরবর্ত্তি কালে কোনও এক সময় মিস ম্যাক্‌লাউড নিবেদিতাকে বলেন, স্বামিজী ছিলেন , ''মূর্ত্তিমান শক্তি ''। নিবেদিতা উত্তর করেন, তিনি ছিলেন ''মূর্ত্তিমান স্নেহ '' [৭৭]।

প্রসঙ্গতঃ, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাথে নিবেদিতার যোগসূত্র ছিন্ন হলেও , সঙ্ঘের সাধুদের সাথে সম্পর্কের কোন অবনতিই ঘটে নি । স্বামিজীর অদর্শনের কয়েক মাস পরে , ব্রেন ফিবারে নিবেদিতা বিশেষ অসুস্থ হয়ে পরলে , স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ মঠ থেকে এসে নিবেদিতার চিকিৎসা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন। নিবেদিতা তখন পুরোপুরি নিরামিষাশী; , কিন্তু স্বাস্থ্যার জন্য অপরিহার্য-বোধে তাঁরা নানাবিধ পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করেন ।- - নিবেদিতা উপলব্ধি করেন, --সর্বপ্রকার বিপদে তিনি স্বামিজীর গুরুভ্রাতাদের সাহায্য লাভ করবেন [৭৮]।

স্বামী সারদানন্দ প্রায়ই নিবেদিতার স্কুলে গীতা ক্লাস নিতে যেতেন । স্বাদেশী আন্দোলনের প্রচারে নিবেদিতা দাক্ষিনাত্য সফরে গেলে, স্বামী রামকৃষ্ণান'ন্দ সর্বপ্রকারে নিবেদিতাকে সাহায্য করেন[৭৯] । আর স্বামিজীর প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দ তো বরাবর তার এই গুরুবোনটির দেখভাল করে গেছেন , তাঁদের দুজনের কর্মক্ষেত্র পৃথক হলেও [৮০]।

নিবেদিতার উপর বরাবর স্নেহদৃষ্টি শুধু সঙ্ঘের সাধুদের ছিল তা-ই নয় ,' নরেনের মেয়ে' বলে স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল সকলেই নিবেদিতাকে খুবই স্নেহ করতেন । যে প্রচন্ড রক'মের আচার -নিষ্ঠাবতী গোপালের মা , স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের হাতের ছোঁ ওয়া তার ভাতের হাড়ির কাঠিতে লেগেছে বলে আর সেই ভাত খেতে পারলেন না, --নরেনের মেয়ের বেলায় কিন্তু 'সাতখুন মাপ'।তাঁর শেষ দু বছর নিবেদিতার সাথে এক বাড়িতেও থাকতে তাঁর আপ'ত্তি নেই । নিবেদিতাও বৃদ্ধার নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধাবশ'তঃ তাঁর আহারের জন্য এক ব্রাহ্মণ বাড়িতে ব্যবস্থা করছেন । তাঁর অন্তর্জলী যাত্রায় নিবেদিতা খালি পায়ে গিয়ে গঙ্গাতীরে তাঁর সাথে মৃত্যুর শেষ কয় দিন একসাথে থেকে গেছেন [১]।

প্রসঙ্গতঃ স্বামিজী চেয়েছিলেন দুনিয়ার মানুষের অন্তরের ভগবৎ শক্তিকে জাগরূক করতে । অপিচ, তাঁর মানস কন্যা নিবেদিতা -প্রতিভা, আত্মত্যাগ, ব্যাক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিকতার নিরিখে যাকে ছোটখাট মেয়ে বিবেকানন্দ ব'লা যায় -তিনি চেয়েছিলেন ভারতের আত্মাকে জাগাতে । এই দুই পিতা-পুত্রীর অবদানের প্রকৃত মূল্যায়ন আজও হয় নি; -- দুজনেরই মহত্ত্ব থেকে গেছে আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে ।

নির্দেশিকা:

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ - শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা- দ্বিতীয় ভাগ, গোপালের মা-
পৃ-৪২৯-৪৫০,(১৯৭৯), উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা -৭০০০০৩ ।
২। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা- ভগিনী নিবেদিতা - পৃ- ৬৯,(২০১৭), সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা -৭০০০০৩ ।
৩। তদেব -পৃ- ৩২৯-৩৩০ ।
৪। তদেব -পৃ- ১৩০ ।
৫।তদেব -পৃ- ১২৮ ।
৬।তদেব -পৃ- ৩১৭-৩১৯ ।

৭।তদেব –পৃ- ৩৩০-৩৩১ ।
৮। তদেব –পৃ- ৩২৭-৩২৮ ।
৯। তদেব –পৃ-৩১০-৩১৩ ।
১০। তদেব –পৃ- ৩২৪-৩২৫ ।
১১। তদেব –পৃ- ৩৮৭-৩৯১ ।
১২। তদেব –পৃ-৩৩৩ ।
১৩। তদেব –পৃ -৩৬২-৩৬৪ ।
১৪ । তদেব –পৃ-৫ ।
১৫। তদেব –পৃ- ১৩ ।
১৬। তদেব –পৃ- ৩২ ।
১৭ । স্বামী বিবেকান'ন্দের বাণী ও রচনা –খন্ড-৭ (১৯৭৭), পৃ- ২৯৮-২৯৯, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা -৭০০০০৩ ।
১৮ । প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা- ভগিনী নিবেদিতা – পৃ- ৪০ ,(২০১৭), সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা -৭০০০০৩ ।
১৯। তদেব –পৃ- ৪৫ ।
২০ ।স্বামী বিবেকান'ন্দের বাণী ও রচনা –খন্ড-৭ (১৯৭৭), পৃ- ৪৩০-৪৩২, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা -৭০০০০৩ ।
২১ । প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা- ভগিনী নিবেদিতা – পৃ- ১৪৬, (২০১৭), সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা -৭০০০০৩ ।
২২ ।তদেব –পৃ- ১২১-১২২ ।
২৩ ।তদেব –পৃ- ১২৪ ।
২৪ ।তদেব –পৃ- ১৯৮ ।
২৫ । তদেব –পৃ- ১০৭-১০৮ ।
২৬ ।স্বামী বিবেকান'ন্দের বাণী ও রচনা –খন্ড-৮ , (১৯৭৭), পৃ- ৭১-৭৩, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা -৭০০০০৩।
২৭। স্বামী গম্ভীরানন্দ- যুগ'নায়ক ২য় খন্ড (১৯৮৭) , পৃ-২৩৪ , উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা -৭০০০০৩ ।
২৮ । । প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা- ভগিনী নিবেদিতা – পৃ- ২৬৮-২৬৯, ,(২০১৭), সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা -৭০০০০৩ ।
২৯ । প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা- ভগিনী নিবেদিতা – পৃ- ২০৮-২০৯ , (২০১৭), সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা -৭০০০০৩ ।
৩০ । তদেব –পৃ- ৩৩১-৩৩২ ।
৩১ । John Keay (2000) . India : A history , Harper Collins publisher, London , p.467.
৩২ । Lizelle Raymond (1953) . Dedicated – A biography of Nivedita . The John Day Company. New York . p.315 (Translated in English from French) .
৩৩ । তদেব –পৃ- ২৯৮ ।
৩৪ । তদেব –পৃ- ৩২৬ ।

৩৫ । Dr Sudhish Chandra Banerjee (2017) . Swami Vivekananda –the Patriot. International Journal of Humanities and Social Science Studies. vol.III, issue iv , pp. 91-117.
৩৬ । In. <http://arisebharat.com/2015/09/04/bagha-jatin-or-tiger-jatin/ [6th Sept. 2016]
৩৭ ।প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা- ভগিনী নিবেদিতা – পৃ-২২৪, (২০১৭), সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা -৭০০০০৩ ।
৩৮। তদেব –পৃ- ২২৫-২২৬ ।
৩৯ । তদেব –পৃ- ৩৪৫ ।
৪০ । তদেব –পৃ- ২৯৪ ।
৪১ । তদেব –পৃ- ২৭৭ ।
৪২ । Lizelle Raymond (1953) . Dedicated – A biography of Nivedita . The John Day Company. New York . p.২৬৩ (Translated in English from French) ।
৪৩ । প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা- ভগিনী নিবেদিতা – পৃ-২৪১, (২০১৭), সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা -৭০০০০৩ ।
৪৪ । তদেব –পৃ-২৬৮-২৬৯ ।
৪৫ । তদেব –পৃ-৩৫২ ।
৪৬ ।তদেব –পৃ-১০৭ ।
৪৭ । তদেব –পৃ-৮ ।
৪৮ । তদেব –পৃ-১২৯ ।
৪৯ । তদেব –পৃ-৩৪২-৩৪৩ ।
৫০ । তদেব –পৃ-৩৯৫-৩৯৭ ।
৫১ । তদেব –পৃ- ১৫৫ ।
৫২ । তদেব –পৃ-৪২০-৪২৩ ।
৫৩ । শ্রীম –কথিত – শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ক'থামৃত – অখন্ড সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ- ১১৭৪, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা -৭০০০০৩।
৫৪ ।তদেব –পৃ-৮৯৮ ।
৫৫। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা –খন্ড-১০ (১৯৭৭), পৃ- ৩৩৮-৩৩৯ , উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা -৭০০০০৩।
৫৬ । প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা- ভগিনী নিবেদিতা – পৃ-৩৩১-৩৩৮, (২০১৭), সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা -৭০০০০৩ ।
৫৭ । ভগিনী নিবেদিতা –মাতৃরূপা কালী -অনুবাদক- স্বামী অমলেশানন্দ (১৯৮৯-১৯৯০) , পৃ- ১৪-১৬, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা -৭০০০০৩।
৫৮ । । প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা- ভগিনী নিবেদিতা – পৃ-১৩৮, (২০১৭), সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা -৭০০০০৩ ।
৫৯ । তদেব –পৃ-৩৬৩-৩৬৬ ।
৬০ । শ্রীশ্রী মায়ের ক'থা –অখন্ড সংস্করণ , (২০১৫) , পৃ- ৩০৮, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা -৭০০০০৩।
৬১ । তদেব –পৃ-১০-১১ ।

৬২ । প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা- ভগিনী নিবেদিতা – পৃ-৬৬-৬৭, (২০১৭), সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা -৭০০০০৩ ।
৬৩ । তদেব –পৃ-১১২-১১৫ ।
৬৪ । সিন্দ্রীতে - প্রম'থ নাথ বিশী মহাশয়ের ১৯৫৫ সালের এক সাহিত্য বাসরে ভাষণ প্রদত্ত তথ্য (লেখক) ।
৬৫ । শ্রীশ্রী মায়ের ক'থা –অখন্ড সংস্করণ , (২০১৫) , পৃ- ২১২, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা -৭০০০০৩।
৬৬ ।প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা- ভগিনী নিবেদিতা – পৃ-৪৩০-৪৩১, (২০১৭), সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা -৭০০০০৩ ।
৬৭ ।তদেব –পৃ-১৪৬ ।
৬৮ । তদেব –পৃ-৬৬-৬৭ ।
৬৯ । তদেব –পৃ-৮২-৮৩ ।
৭০ । স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা –খন্ড-৭, (১৯৭৭), পৃ- ৪৩০- ৪৩২ , উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা -৭০০০০৩।
৭১ । প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা- ভগিনী নিবেদিতা – পৃ-১৪৪, (২০১৭), সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা -৭০০০০৩।
৭২ । Lizelle Raymond (1953) . Dedicated – A biography of Nivedita . The John Day Company. New York . (Translated in English from French) ।
৭৩ । Marie Louis Burke (2000) . Swami Vivdekananda in the West , New Discoveries, The Prophetic Mission, Part 2, (Trials & Trumps) pp.79-121 .
৭৪ ।স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা –খন্ড-৮, (১৯৭৭), পৃ- ৮৪-৮৫ , উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা -৭০০০০৩।
৭৫ । প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা- ভগিনী নিবেদিতা – পৃ-১৭০-১৭১ , (২০১৭), সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা -৭০০০০৩।
৭৬ । ।স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা –খন্ড-৮, (১৯৭৭), পৃ- ২০২ , উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা -৭০০০০৩।
৭৭ । প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা- ভগিনী নিবেদিতা – পৃ-৮৫ , (২০১৭), সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা -৭০০০০৩।
৭৮ । তদেব –পৃ-২২৮ ।
৭৯ । তদেব –পৃ-২৪০-১৪১ ।
৮০ । তদেব –পৃ-২৩৫ ।